প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৫৮

প্রকাশনায় : রুচিরা প্রকাশন, ৫০ সন্তোষপুর এভিনিউ, কলিকাতা—৭৫
মুদ্রণে : রাধারাণী প্রেস, ইন্দা, খড়্গপুর—৭২১৩০৫

সূচীপত্র

আমরা পুতুল হবো

একবার ভেঙ্গে গেলে আরবার গড়ো না পুতুল,
বাঁধো কিনা সেতারের ছিঁড়ে যাওয়া তারে,
আবার নতুন ছবি জোড়ালাগা কাচের শরীরে?

কত ফুল ঝরে যায়,
পোকার ক্ষুধায়—
ছিন্ন ভিন্ন কত গুচ্ছ সরল কবিতা
মাটিরা তবুও থাকে উচ্ছল, উন্মুখ
ফোটানোই সুখ।

আমরা পুতুল হবো—
তুমি আমি পরাঙ্মুখ বুকের গোলাপ।
পাশাপাশি দুটি মন, স্বচ্ছল মানুষ,
জীবনকে যার খুশী যতবার যেভাবে ভাঙ্গুক।

অন্যদিন

অন্য নাম

এখন চৈত্রের দিন—
মাঠটার দেহ জুড়ে মুঠো মুঠো আগুন ছড়ানো।
জল দাও—আদিগন্ত কঠিন পিপাসা।
বাতাসে চটুল ওড়ে
শালের সবুজে ঘনগন্ধ মঞ্জরী সুরভি,
দূরে বাজে বিগলিত মাদলের ডাক।
উৎসব আসন্ন হলো—মহুয়ার দলিত নির্যাস
বুকে জ্বালে আর এক আগুন।
তৃষ্ণার পানীয় দাও, ভালোবাসা অন্য নাম যার,
স্বচ্ছস্রোত নির্ঝরিণী, সুন্দরের সহজ বিকাশ।

ধানসিড়ি (বর্ষশেষ সংখ্যা)

চিরঞ্জীব

নিজের অনেক ছবি মুছি আঁকি ক্রমাগত—
আমি এক যূথচারী আশা।
কখনও তা শাদা ঘোড়া, বাঁকা তলোয়ার।
পথে যত দূরে দূরে জোনাকী জ্বালানো
ঘন সান্ধ্য বনস্থলী.
গাছদের নক্‌শা আঁকা গাঁয়ের আঁচল।
রুপো কাঠি, সোনা কাঠি জীয়ন মরণ,
কুচ রং মেঘের মেয়েরা গহন ঘুমের ঘোরে।

অথবা হয়তো এক মুগ্ধ সহচর
সোনার হরিণ হানে বুকের ধনুকে,
তূণে তার চিরঞ্জীব প্রেম।

কত কি যে ক্ষণে ক্ষণে ছবি
অনুরাগ রঙিন সংলাপ।
কাড়ে যত, দেয় দুই হাতে। শেষ পটে অবতরণিকা,
গ্লানি আর জ্বালার দংশন নিয়ে চিরঞ্জীব
তারাই তো বাঁচার ভূমিকা।

একা এবং অনেকে

কখনও নিঃসঙ্গ নই,
ঘনীভূত দেওদা'র অরণ্যের শাখার সংসারে
শীত আসে, শীত চলে যায়।
আকাশের অন্যপারে আর এক আকাশ।
পাখী ওড়ে—
নদীতীর দুইপ্রান্ত সমাহিত সুখ।
মাটির কংকাল চিরে ভীড় করে ঘাস।
দিগন্ত উধাও দেখি সানুদেশ সীমানা ছাড়িয়ে
পাতার আসরে বাজে শিশিরের ভোরের নূপুর
গন্ধে, স্পর্শে, প্রণিধানে—
ক্ষণে ক্ষণে বুক ভরপুর।

একক (পুজো সংখ্যা)

আত্মমগ্ন

ভাঙা পুল, নড়বড়ে সাঁকোটা পেরুলে
রোদ্দুরের সহজ সকাল।
জীবনের জীর্ণ যাদুঘরে
অবাক কখনও দেখি বুকের প্রতিমা।
হয়তোবা ইচ্ছে হলে—,
শ্মশানের ধুলোর উপরে
সবুজ জাজিম যায় পাতা।
সুখ, দুঃখ ভাঙি গড়ি
আমি নিজে আমারই
বিধাতা।

পাথেয়

তোমার দু'চোখে জ্বলা তারার আকাশ—
নিভে গেলে,
মুছে যায় ঘনকৃষ্ণ আরণ্যক কেশের কবিতা।
ইন্দ্রপ্রস্থ অন্তরাল শ্মশানেরই বামাচারী ঘাসে।
তবুও তো,
তৃষ্ণার তনিমা থাকে,
হিরণ্ময় আয়োজিত প্রিয় স্মৃতি সব।
থাকে কিছু কালের মুঠিতে ভরা প্রত্যক্ষ পাথেয়
হয়তো তা তোমার বিরহ।

সময়ের কাছে

সব স্বপ্ন যদি ভাঙে
ফুলগুলো ক্রমাগত ঝরে,
অথবা রক্তাক্ত হয় বুকের গোপন,
দূরে বাতায়ন,
ছবি নয়,
মেঘ আনে রোমাঞ্চিত ইতিহাস ছুঁয়ে।

তাহলে কি লাভ এই
ছন্দে গেঁথে শব্দ শব্দ খেলা ?
জীবনের মানে খোঁজা আততায়ী সময়ের কাছে ?

তবুও স্মৃতির ভীড়ে, প্রতিদিন সুদূর বিস্ময়
আমাকে আকাশ করে,
অন্ধকারে মাটির অনেক নীচে
নিয়ে আসে অংকুরের নতুন অন্বয়।
মুহূর্তে অমর্ত্য আমি,
মুহূর্তেই মৃত্যুঞ্জয় স্পর্দ্ধার স্বাক্ষর।

ধানসিড়ি (পুজো সংখ্যা)

অনাহত

আমাকে বিমুক্ত করো আকাশের এপার ওপার—
মেঘের মাটির মতো পরিপূর্ণ নরম সবুজে,
হাতে দাও মৃত্যুর পাথেয়;
বুক দুটো পিপাসায় ভস্মীভূত হোক্।
শিলীভূত অন্ধকার কোষাগার ভেঙ্গে কিছু কিছু
নামুক আলোক।

আমার রক্তের ঋণে বার বার পদক্ষেপ তার,
জীবনের জনতার ভীড়—
বাঁচার বাতাস নিয়ে মিছিল—মিছিল।
পৃথিবীর শেষতম ঘৃণা,
আমাকে আহুতি করো,
চিত্রগ্রীব গোধূলির বুকে।
তারপর দিনের দীপালি আনো
নির্বিকল্প নক্ষত্র প্রদীপে।

আলেখ্য (ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা)

ভারমুক্ত

ঐশ্বর্যে আনন্দ নেই,
ভালোবাসা সুতিক্ত, বিস্বাদ।
নয় আদৌ রমণীয় রমণীর প্রেম।
তাদের মিনার বুঝি খ্যাতির প্রাসাদ,
রাত গেলে স্বপ্ন সমাপিকা।
এসব ঈপ্সিত নয়,
আমি খুঁজি অন্যতর ধন।
অফুরন্ত, অবারিত আত্মার বিকাশ,
সুখস্বপ্ন বিমুক্ত চেতনা।
অসংখ্য দুঃখের মাঝে সৃষ্টিশীল জীবন যোজনা।

মন্দির

বিগলিত

জীবনের কিছু কিছু শোক
আঘাতে উজ্জ্বল হয়, হয়ে ওঠে বিগলিত শ্লোক।
হঠাৎ কখনও কোন ঋণমুক্ত দিন
সূর্যকে প্রণাম করে,
উর্ধমুখ, উদ্ভিন্ন বিকাশ।
চুপি চুপি
হয়তোবা হয়ে ওঠে সুভাষিত আকাংখার নম্র সূর্যমুখী।
কোন কোন স্বর্ণ স্বপ্ন পথ
নিজ হাতে নিজে টানে হৃদয়ের রথ।

এখনও

এখনও ফুলেরা দেখি রং নিয়ে ফুটে,
জীবন বহুধা, তবু কোন কোন তুচ্ছ জলাশয়ে
তৃষ্ণার পানীয় রাখে। নাটকের পার্শ্ব অভিনয়
উদ্বেল, ফেনিল, তীক্ষ্ন হৃদয়ের ঊর্মিল সবুজে।

তবুও অবাক দেখি বেহুলার বাসরের সাপ
আজো বেঁচে আছে। বিষ ঢেলে আজো দেখি,
দুধ আর কদলীর আপ্যায়ন খোঁজে।

ইচ্ছার মাংসদাসে তাই কখন যে অস্থিপুঞ্জে
শব হয়ে গেছি।
জানি না কোথায় হবে নবনীত আকাশের শুরু
অনেক ঘুরেছি পথ অনেক খুঁজেছি।

একক (পুজো সংখ্যা)

মুখোশ

মানুষের অবিকল, অবিকৃত মুখ
এখনও তো নিরন্তর খুঁজি,
আশ্চর্য মুহূর্তে দেখি—
আনন্দে উদ্ভিন্ন কিংবা হিংসায় অঙ্গার
কখনও আবার।
রূপকথা প্রেমের প্রলাপে
ঋজুমুখে অকস্মাৎ বাঁক নেয় সহসা আঘাতে
নিষ্করুণ বিষাক্ত, কুটিল।
অনেক খুঁজেছি তাকে
সুন্দর পদ্মিনীদেহ জ্যোৎস্নার শরীরে
শুচিস্মিত নমিত জীবনে
স্বপ্নে ও প্রণয়ে।
মুখ কৈ ? যেখানেই খুঁজি,
মুখোশের মিছিল, মিছিল—সব মুখে দেখি।

ধানসিঁড়ি (আষাঢ় সংখ্যা)

মেঘ আনো

দুই চোখে ঘুম আনো:
শ্যামল রোমাঞ্চ সুখ ইন্দ্রিয়ের ললিত ইন্ধনে,
মেঘ আনো—
ঝিরিঝিরি স্নিগ্ধ ধারাপাত।

ইতিহাস ধুলো ঘাঁটে
রাজারাণী উজীর, নাজীর।
সময়ের নিকোনো উঠোনে—
সব শব্দ মুছে যায়, সব দীর্ঘশ্বাস।
এবং আকাশ
ঝরাপাতা তুলে নেয় বুকে।
অন্য কোন হৃদয়ের বিচিত্র ভিভুজে
নতুন সংলাপ শোনে।

তুমি এসো উজ্জ্বল উদ্ভাস
নীলকণ্ঠ দীপ্ত ভালোবাসা।
আলো আনো, উর্ধ্বমুখ সুনীল চেতনা।
অমলিন প্রেম আনো
মেঘ আনো—
তারি সাথে ঝিরিঝিরি মুগ্ধ ধারাপাত।

আলেখ্য (পূজো সংখ্যা)

স্বপ্ন নিয়ে

মাঝে মাঝে কঠিন নিঃসঙ্গ ঠেকে জড়ভার সহজ জীবন।
তবুও তো—
ভাঙা ঘর আরবার বাঁধার প্রয়াসে
আবার সঞ্চয় শুরু খড়কুটো, বুকের পরাগ
খুঁজে ফেরা মেঘ থেকে, রোদ থেকে স্নিগ্ধ অন্তরাল।
কখনও বা কারো কারো বুক ভেঙে ভেঙে
শতখান হয়
শোকে, দুঃখে, আঘাতে আঘাতে।
তাও বুঝি জোড়া লাগে। প্রতিবিম্ব বুকের ফেনিলে,
হয়তো বা হওয়া চলে বিমুগ্ধ কস্তুরী।
স্বপ্ন কিন্তু শেষবার ভাঙে
এবং কখনও তাকে যায়নাকো জোড়া
স্বপ্নহীন শূন্য যত রূপায়িত জীবনের আনন্দ উৎসব
সোনার ময়ূরপঙ্খী ব্যর্থ বিজ্ঞাপন।
স্বপ্নই বাঁচার বৃত্ত, স্বপ্নই জীবন।

তুমি এখন কেমন আছো?

কত রূপকথা শুনেছি,
তোমার ঝিলে, বিলে বস্তুত রকমারি ছবি।
রূপোর সুতোর মতো নদীর দুই পাড়ে বনস্পতির ছায়া।
দিন ফুরোলে যখন অল্প অল্প করে আলো নিভে আসে,
পরিবর্তনীয় আকাশটা প্রণামের ভঙ্গীতে অঞ্জলি তুলে দাঁড়ায়,
তখন ওপারের সাঁকোর উপর দিয়ে,
হাটুরেরা ঠিক পাখির মতোই ফিরে আসে ঘরে।
তারপর জ্যোৎস্নার সৌগন্ধে বুক ডুবিয়ে ভালোবাসার স্তব।

সত্যকাম তোমার মাঠগুলোর পরিব্যাপ্ত সবুজ
এক সময় উঠোনে সুখ হয়ে ফিরতো,
পেট ভরে খেয়ে রাতভোর ঘুমোনো,
রথ, রাস এবং চত্তিরের সন্ন্যাস।

এখন শহরের খাঁচায় আমি দূরের দিন গুনি
অন্য এক জীবিকার ময়লা ঘাটতে ঘাটতে প্রায়শই শুনি
মরা মাঠ, খরা, বন্যা ও বাতাসের নিম্নচাপ
তোমার নাকি অসুখ ভীষণ।

একেবারেই সময় নেই;
তবুও ছোটবেলার মায়ের মুখের গল্পের মিষ্টি দুপুর
মাঝে মাঝে কেরানীর টেবিলেও এসে দাঁড়ায়।
চঞ্চল হয়ে উঠি। ভালো লাগে না কিছুই।
তাই পারলে ফেরৎ ডাকেই চিঠি দেবে।
জানাবার চেষ্টা করবে তোমার বর্তমান খবর কি,
এবং তুমি এখন কেমন আছো?

ফিরে এসো

ক্রুশে বিদ্ধ—
তবুও অম্লান, দীপ্ত জ্যোতির্ময় ছবি,
দুই চোখে মমতার চিরায়ত দীপ।
উদ্বেলিত বুকে
তবুও একটি প্রশ্ন,
নীতিভ্রষ্ট মানুষেরা ঈশ্বরের ক্ষমা পাবে কিসে?

তোমার মহার্ঘ পথে
সব ছায়া আমরা দু'হাতে মুছি;
দয়া নয়, ভালোবাসা নয়
ক্রূর হিংসা কবন্ধের প্রেত অন্ধকারে
প্রখর জিঘাংসা-নিষ্ঠ মূঢ় গড্ডালিকা,
বিষধর আত্মঘাতী এবং সর্পিল।

চিরঞ্জীব কল্যাণের দূত
আবার অমৃত আনো উজ্জীবিত আমৃত জীবনে,
সংবেদ, তিতিক্ষা, সুখ, প্রগাঢ় নিবিড়।
হে নিত্য ফাল্গুনী
নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে আনো—
পরিশুদ্ধ প্রত্যুষের মুগ্ধ আগমনী।

নবায়ন (আগস্ট)

ভালোবাসা

সব নদী সমুদ্রে যায় না।
সব মেঘ ঝরে না সবুজে।
মাটিমাত্র হয় না প্রতিমা।
প্রদীপ জ্বালালে শুধু—
ঘরে ঘরে জ্বলেনাকো আশা,
অথচ বুকের উত্তাপ পেলে
প্রীতি কথা হয় ভালোবাসা।

অন্য নাম আলোর ঠিকানা

দুই হাতে বীজ বুনি—
ভালোবাসা, স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা,
জলছবি যত সব প্রান্তরের নীলাভ জোনাকি
আমাকে সম্রাট করে,
রক্তে আনে মদিরার আলোছায়া অশরীরী ভীড়।

যখন ফসল কাটি,
তুলে রাখি সঞ্চয়ের সন্দিগ্ধ সিন্দুকে
গোপনীয় সার্বিক ভাঁড়ারে।
মুঠো দুই খুদকুঁড়ো, ভাঙাচোরা দুপুর বিকেল
ক্রুশবিদ্ধ আলোর অন্বেষা।

কৃতঘ্ন সে দৃশ্যপটে
তখন হয়তো বুঝি এইখানে জীবন মোহনা।
এখানে বিশ্রাম নেই; এই ক্রূর কৃপণ বন্দরে
মিথ্যে যত প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ বসে থাকা।
তখন হয়তো বুঝি—
এই অন্ধকার যত—অন্য নাম আলোর ঠিকানা।

আলেখ্য (পুজো সংখ্যা)

দুর্লভ

আগুন পুড়ে না শুধু—
পুড়ে পুড়ে উদ্ভাসিত স্বচ্ছ করে দেয়,
যা কিছু ক্লেদাক্ত, ক্লিষ্ট সত্তার গভীরে
তাও করে দূর।
নিকষিত শিল্প এক আগুনে পোড়া—ও।

সকলে পুড়ে না কিন্তু
সব বুকে জ্বলেনাকো যন্ত্রণার নিয়ত আহুতি,
সব শব্দে ভাস্কর্যও নেই।
আগুন হয়তো পুড়ে
কিন্তু তাতে পোড়ার সুদৈবটুকু চাই।

আলেখ্য(পুজো সংখ্যা)

বুনো হাঁস

অনেক আগে কোন এক আশ্বিনের সকালে
বুনো হাঁস মেরেছিলাম একটা।
তখন সবে বন্দুক কিনেছি। চেতনায় রক্তের
নতুন আস্বাদ। হাঁসটাও এসেছিল খাদ্যের সন্ধানে।
কিন্তু আমার অব্যর্থ গুলিতে
একবার মাত্র ডাকতে পেরেছিল সে।
সেই ডাক, আর্তনাদ সংগীদের মধ্যে পৌঁছেছিল কানে।
জলাটার জলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া তার রক্ত
রক্তে আমার দোলা দিয়েছিল ভীষণ।
বারুদের গন্ধ নয়, রক্তের গন্ধ যে।
কিন্তু আজ আবার
অনেক দিনের পর—যৌবন জীবনের শেষে
আশ্বিনের সকালে, যখন উঠোনে শিউলির গন্ধ
বাতাসে নির্বিকার উদারতা। হঠাৎ যেন ডাকটা
আবার শুনতে পেলাম হাঁসের।
কি আশ্চর্য। তার সেই বিদীর্ণ বুকের
হাহাকার আমার বুকের কোন কোণে এতদিনের
উদ্দাম আত্মানুসরণের অন্ধ আবেগে লুকিয়েছিল
বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারি নি বন্দুকের গুলি
খেয়ে সেদিন সেই বুনো হাঁসটা মরে নি।
খালি তার মৃত্যুর ছলনায় আমার
সব আশ্বিনের সকালগুলোই মরেছে।

একক (মাঘ-চৈত্র সংখ্যা)

ফেরিওলা

এখন দুপুর দ্যাখো,
ছেঁড়া জামা, ভাঙাচোরা বাসন কোশন,
ফেরিওলা ঐ ডেকে যায়।
ফুল চাই—মাটির পুতুল।

কি দি' কি নি' আমি
কি জমেছে আবর্জনা স্তূপে
কার সাথে কার বিনিময়
কি সঞ্চয় মিথ্যে অর্থহীন।

জীবনের ভাঙা পাদপীঠে
কত আছে শস্য শূন্য মাঠ
শ্যামলতা চুরি গেলে
দিনপঞ্জী জমাট কুয়াশা।

অথচ তা ভালো লাগে অসমাপ্ত যত
টুকিটাকি।
একরাশ রাঙানো আগুন যেন
হয়তো বা তার চেয়েও দামী
ফুল কিম্বা পুতুলের প্রসাধিত শিল্প কিছু নয়,
স্মৃতির মঞ্জুষাময় এই সব জঞ্জালেরা থাক্।
ফেরিওলা আজ ফিরে যাক্।

আলেখ্য (পুজো সংখ্যা)

খেলা

আমার ঘরের মধ্যে অন্য এক ঘর গড়ে নিয়ে,
ছোট্ট মেয়ে প্রতিদিন জুড়ে দেয় খেলা।
বর বৌ, গৃহস্থালী, কাদা দিয়ে বানানো পায়েস
কত কি যে খেলার ক্ষণিকা।
খেলার আর এক নাম নিরন্তর বিস্তৃত জীবন।
প্রখর দৃশ্যের ভীড়ে আ্যন্ত পরিধি।

আমরা মানুষ সব রঙচঙে বানানো পুতুল।
বিছানায় ছেঁড়া কাঁথা তবু আঁকি মোহরের মুখ,
দল বেঁধে। কখনও একক। পরস্পর—
সাঁতালী পর্বত ভেঙে গড়ে তুলি লাশকাটা ঘর।

কতবার জীবনের পবিত্র সকালে
শ্যামচ্ছায়া অরণ্যের আনত শিয়রে ঝড় নামে,
পৌষের শস্যের মাঠ ভরে ওঠে আহত কংকালে।
তবু তা ফুরোলে, আন্দোলিত সবুজ পল্লব আসে।
ঘন কান্তি স্নিগ্ধ বনাঞ্চল—এরই নাম খেলা।
রাগ, যত্ন, অভিমান, শাসন, শোষণ।
হাতেরই পুতুল আমি। হাসি, কাঁদি কিম্বা তৃপ্তি পাই।
অন্তরালে অন্য এক মেয়ে আমাকেই খেলায় যেমন।

আলেখ্য (পুজো সংখ্যা)

শাশ্বত

ভুবন জয় করা যায়, কিন্তু হৃদয় ?
সে'তো হাতের পুতুল অথবা মাটির শরীর নয়—
যে ভাঙবে, ভাঙবে এবং ভাঙবে।
পর্দায় দেওয়ালে নীল দেয়া চলে,
কিন্তু আকাশ ?
সূর্য প্রতি সকালে জ্বলে—
অথচ দীপ প্রতি সন্ধ্যায়, প্রতি উঠানে জ্বলে না।
এবং ভূমিকা মাত্রই বুকের মাধবীও ফোটায় না।

কলাপ বিশেষ সংখ্যা)

মায়া

অংকুরে জড়ায় মাটি উত্তপ্ত আবেগ,
তুমি থাকো স্নেহাতুর আত্মার গভীরে
স্ফুরিত, উচ্ছল, দীপ্ত আনন্দ সম্ভার,
একান্ত আমার।

অংকুর শোনে না মানা,
উৎসাহী আকাশে মেলে পল্লবের ডানা,
সমস্ত উচ্ছ্বাস তার, তার বর্ণভার—
তুলে ধরে রৌদ্রে ও শিশিরে
মাটি কাঁদে নিঃশব্দ বিরহে।

একক (কার্তিক-পৌষ সংখ্যা)

হিসেব

সময়ের হিজিবিজি খেয়ালী হিসেব
লেখা আছে—
ভাঙা হাল নরম সবুজ, আরো ভালো লাগা
কোন এক গ্রামের বিকেল।
কখনও বা কুয়াশার তীর ভেঙে ভেঙে
সকালের মুখ
কান্না, ঘাম, রক্ত আর
ছলনার ছায়ানট সুখ।

অথচ সুযোগ পেলে—
অন্ধকার বুকের মৌচাকে
সব সাম্রাজ্যের চেয়ে বিস্মৃতি মধুর।
তুচ্ছ তবু চিহ্নিত জীবন।

ভালোবাসা অর্থহীন নাম
সময়ের খেয়ালী হিসেবে মেহেনতী জীবনের দাম।

মুখ

তোমার সম্পূর্ণ মুখ ফোটাতে গিয়ে--
কতবার খড়, মাটি ইজেল বদলালাম।
আধখানা আঁকা ছবি ঘষে, মুছে
রং উঠিয়ে আবার নতুন প্রোফাইল।
না, তবুও না।
আমার অলৌকিক কৈশোরের প্রান্তপটে
দুপুরের রোদের জরি জড়ানো সেই মুখ.
ঠিক কার সংগে যে মেলে।
কত যায়গায় খুঁজেছি, নিরন্তর নগরে, জনপদে,
অচিন কোন দিগন্তের নিমগ্ন সীমানায়
যেখানে দিন ফুরোলে—
নবজাত রাতের ছায়ারা উঠে উঠে আসে।
উন্মুখ মাঠ আর বাঁশ বাবলার উষ্ণীষে
তারার আকাশটা ক্রমে—
নায়িকার নিচোলের মতো ছড়িয়ে যায়।
না, সেখানেও নেই।
কিন্তু তা আমার সমস্ত উজ্জ্বল স্ফীত
মুহূর্তগুলোর সংগে
আমার কান্না, আমার বুকের বিষণ্ণ অন্ধকারকেও
প্রগলভ আলিঙ্গনের মতো আবৃত করে রেখেছে।
আসলে তোমার এই মুখটা
আমার অশান্ত প্রার্থনার মধ্যেই প্রোথিত,
যা আমি পাই নি, যেখানে আমি অকৃতকার্য
সেই পরাজয়ের আড়ালে
অপরূপ যন্ত্রণার মতো লুকোনো।
তবুও এই নিয়ে জীবন জুড়ে প্রতীক্ষা।
প্রতীক্ষা. একদিন না একদিন তোমার মুখের ঐ স্বর্ণাভা
আমার ইতস্তত ইচ্ছের সূতিকা-ভূমিতে
গলিত আকাশগঙ্গা হয়েই নামবে।

কবিতা তোমাকে

তুমি আর ভাস্কর্যের ব্রীড়াময়ী নও,
ললিত শরীর ভেঙেচুরে
রমণীয় শিল্পিত শব্দকে নিয়ে গেছ—
ছন্দের মিনার থেকে জীবিকার বন্ধুর প্রান্তরে,
তুমি তাই অলংকার মিলিত মেখলা
খুলে ফ্যালো।
গদোর মাটিতে কবোষ্ণ শরীরে আঁকো
কংকরের অজস্র আঘাত,
ক্রমশ নিঃশ্বাসে মাখো বারুদের ঘ্রাণ,
যখন বাতাস ছেঁড়া ঈগলের ধারালো নখরে।
বাহুর পল্লবে আর আলিঙ্গন নেই।
বিষণ্ন, ধূমল। তুমিও বহুধা।
অথচ তখনও দেখি দিন শেষ হলে
তারা জ্বলা আকাশের নীচে
মেলে ধাঁর নিপিণ্ট শরীর
মেঘেদের ভাঁজে ভাঁজে অন্য কোন রং খুঁজি
অন্য কোন চটুল সুরভি,
ইদানীং নিষ্করুণ তোমার প্রতিমা থেকে
খুঁজে ফিরি জীবনের সর্বশেষ মিল।

ধানসিড়ি

এখনও শব্দের মধ্যে দোলায় আকাশ
মাটিমাখা রৌদ্রগন্ধ ডানার মিছিল,
এখনও তা চারুশীল গূঢ় আকুলতা।

নদী নয়,
নামও নয়,
একবুক উদ্বেলিত ধ্বনিময় জনতা।
ধানসিড়ি একরাশ কথা।

কখনও বা
শিশিরের শব্দ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
বিভাসিত বুকের নিভৃতে
আর কিছু নয়—
নতমুখ কিছুটা সময়, কোন এক বিহ্বল সকালে
হঠাৎ জ্বলন্ত দেখি
সর্বস্বান্ত শিমুলের ডালে।

ধানসিড়ি (পুজো সংখ্যা)

অন্তরঙ্গ

নিয়ে চলো,
নতজানু গাছের ছায়াতে,
পুঁইমাচা, শাকক্ষেত, গোয়ালের ধারে,
রোদে পোড়া ক্ষেতের পাঁজরে।
ঋতুরঙ্গ নিয়ত খুশীতে
মাঠে মাঠে ছড়াও আমাকে
মুঠো মুঠো,
ছোলা মুগ মসুরের বিস্তৃত সবুজে।

তুমি এসো—
উজ্জ্বল, উদ্ভাস,
গ্রাম, গঞ্জ, বনানীর সহজ কবিতা
বিগলিত, কথিকার হূলিকণ্ঠ কবি।
দু'চোখে কাজল নয়,
নিভে আসা কোন এক বিকেলে বিভোর,
মেঘে, রোদে অন্তরঙ্গ আকাশ ইজেলে
এঁকে তোলো,
অনায়াসে, অন্তরঙ্গ ছবি।

দীপিকা (পুজো সংখ্যা)

কথামালা

এক একবার গোটা আকাশটাই
মুঠোর মধ্যে চলে আসে। বুকের মধ্যেও
কোন কোন সুখের উচ্চারণ।
আমার সারা মন উড়তে উড়তে থাকে।
আমি অবাক হয়ে দেখি,
প্রথম ভালোবাসার মতো চত্তিরের ডালগুলোয়
অজস্র কিশলয় ফুটেছে।
বিকেলটাও কি মিষ্টি মিষ্টি, হালকা হালকা নীল।
যেন কেউ আসবে অথবা কারুর আসার কথা ছিল।
অথচ অনেক দিন আসে নি।
বুকের ঘ্রাণের মধ্যেও কারো যেন শরীরের স্পর্শ পাই
কিসে যেন আমাকে জলছবি আঁকে।
আমি ঘুমিয়ে পড়ি।
আর ঠিক তখন সটান আকাশটাই
মুঠোর মধ্যে, ঘুমের মধ্যে চলে আসে।
অধিকন্তু সেই ঘুমে স্বপ্নে ক্রমাগত নিজেকে ছড়াতে ছড়াতে
আমার খালি তোমার কথাই মনে আসে।
অথচ আশ্চর্য! এর আগে তোমাকে কখনও কোথাও যেন দেখি নি।
কিন্তু তোমার দীঘল সবুজ ডুরে শাড়ীতে
তোমার বুক আর শরীর সীমার নবীন মেখলায়,
কালো চুলের নিপুণ অরণ্যে
আমার প্রণয় প্রবন্ধের প্রথম বন্দনা
আমার প্রথম ফোটা কবিতার চটুল কথামালা।
কতবার কতরূপে যে তোমাকে গড়েছি ও গড়েছি
বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে।
যেহেতু আমি এক চিরকালের জীবন পথিক,
এবং তোমাকে ঘিরেও অনেক রূপকথা।

একক (পুজো সংখ্যা)

চিরন্তন

নদীর নিকটে থাকে
দুই পাড় তবু পুড়ে দুষ্পুর পিপাসা।
আলো জেবলে অন্ধকার যায় না তাড়ানো
কঠিন এড়ানো,
চোরাবালি হৃদয়ের পথ
শুধু রং আর তুলি দিয়ে
ছবি আঁকা
নয়কো সহজ।

এ তোমারই দেশ

এখানে প্রণাম রাখো
জরাজীর্ণ এই স্তূপে, এই ভাঙা মন্দিরে দেউলে,
বট আর অশ্বত্থের নিতল ছায়ায়
কিছুক্ষণ জুড়োয় নিজেকে।
ধ্বনিত বাঙময় করো নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
এ তোমার দেশ,
মাতৃপমা, তার চেয়েও গণ্য গরিয়সী।
এর মাঠে, এর ঐ আকাশে আলোয়—
দুঃখে দৈন্যে রোগে শোকে তুমিও জড়িত।
এই যে বাইরে যত জটিল বিভেদ,
ভাষা নিয়ে, ভাব নিয়ে, লোকাচার নিয়ে
সব কিছু শকুনির অক্ষ চাতুরালি
কুটিলের নিজহাতে গড়া।
ভাগাভাগি ভূগোলের শুভংকরী নয়,
সব নিয়ে মায়ের প্রতিমা।
অঙ্গ, বঙ্গ, দিল্লী, কর্ণাটক,
যত ঘর তত সহোদর।
শ্রদ্ধায় উজ্জ্বল রাখো বিনম্র স্মৃতিতে
অরবিন্দ, রামকৃষ্ণ, শংকরের ছবি।
দেহ নয়, দেহাতীত সুখ,
জীব নয়, শিবের প্রকাশ দেখ মানুষে মানুষে।
এ তোমারই দেশ,
চিত্তের চিন্ময় লোকে নীরবে প্রণাম রাখো,
ধূলিকণা তুলে নাও শিরে,
দিবানিশি—
একেই বন্দনা করো,
মাতৃপমা, তার চেয়েও ধন্য গরিয়সী।

স্বস্তিকা (পুজো সংখ্যা)

নকল নাটক

আজকাল সর্বত্রই উঞ্ছবৃত্তি শুধু
কাব্যে শিল্পে সিঁদকাটা চোর।
এঁটো কথা বহুবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
কেবল ছলনা।
প্রেম নেই এখন কোথাও,
হৃদয়ের অভিঘাত নেই, ভালোবাসা নেই,
আঁচলে চঞ্চল ওড়ে শকুনের ছায়ালীন ডানা।
আপাদমস্তক সুখ,
মাজাঘষা প্রসাধিত কিছু কিছু সুগন্ধি সংলাপ।
আজকাল বেঁচে থাকা অন্য কিছু নয়—
ভাড়া করা ঘূর্ণ্যমান মঞ্চে এক
আদ্যোপান্ত নকল নাটক।

একক

রোমাঞ্চ

টুপ্‌টাপ্‌ ফুল ঝরছে,
বাতাস উড়ছে ঝরাপাতা মুখে
অনিঃশেষ ইচ্ছের মতো মেঘ জমেছে আকাশে,
তবুও আমার ভালো লাগে না কিছুতে।

অথচ যখন আমারই বন্দুকে গুলি খেয়ে
কবুতর কিংবা হরিয়ালটা
পাক খেতে খেতে নামে,
নয়তো—
নিজের রক্তে নিজেই লুটোয় শশক,
তখন আমার অজস্র সুখ।
সুখ ততো—
শিকারটা যত বড়ো এবং উচ্চারণশীল।
বাঘ হরিণ অথবা এই রকম।

কিন্তু রোমাঞ্চ সবচেয়ে মানুষ মারতে।
অবশ্য তার আগে—
কিছু কিছু মানুষের বানানো
যেকোন একটি মতবাদের আগুনে
কলিজাটা পুড়িয়ে নিতে হবে।
শিখতে হবে ডান বাম শাদা কালোর ভূগোল
না হলে এত বড় মহৎ শিকারের সব আনন্দই মাটি যে।

একক (পুজোর পরের সংখ্যা)

অভিজ্ঞান

কারখানার ছোট্ট এই সহকারী সামান্য অফিসে
মুখোমুখি স্বয়ম্ভব অবসর নেই।
অতিব্যস্ত টাইপের নিষ্প্রাণ চাবিতে অবিরাম চাঁপার
আঙ্গুলগুলো।
ডিক্‌টেশান, ড্রাফট্‌ নাও নির্ভুল গণিত কষো
লাভ ও ক্ষতির।
আরো গতি, আরো মনোযোগ।

সুতরাং অলস গুঞ্জন নয়,
চারিদিকে কর্মিষ্ঠ উত্তাপ,
সারাক্ষণ সমস্ত টেবিল জুড়ে ফাইলের শব।
উর্দিপরা বেয়ারারা ছুটোছুটি করে।
হয়তো বা কোন কোন দিন
এক আধটি সাহেবেরও লাঞ্চে যেতে জোটে না
সময়।

হঠাৎ অবাক দেখি—
সেক্‌সানের দুঃসাহসী জুটি—শম্পা ও সমীর।
সামনে দাঁড়িয়ে। হাতজোড়া হলুদ ছোঁয়ানো খাম।
তেরই ফাল্গুন—,

তাই নাকি?
একরাশ প্রজাপতি বাতাসে সাঁতার কাটে,
অলক্ষ্যে জ্যোৎস্নার গন্ধে ভরে ওঠে সমস্ত নিঃশ্বাস।
মনে পড়ে গেটটার সামান্য ওপারে
ফুলে ফুলে উচ্ছলিত একাগ্র করবী।

তাহলে এ পৃথিবীরও মড়াকাটা ঘরে,
মাঝে মাঝে এইসব উদ্বেল সংবাদ আসে।
রংচটা পুরাতন পলেস্তারা—নিঃশব্দে খসিয়ে
অন্যতর অপরূপ ছবি।
এই-ই জীবন বুঝি।

আলেখ্য (পুজো সংখ্যা)

ক্রীতদাস

শোনা যায়—
আজকাল নাকি পৃথিবীর কোথাও কোন বাজারে
ক্রীতদাস পাওয়া যায় না।
আসলে ক্রীতদাসেরা এখন সংখ্যায় আরো বেশী
সুলভ।
খালি এখন তারা শুধু রং পাল্টেছে, নাম পাল্টেছে।
সেকালের ক্রীতদাসত্ব দেহের,
একালের মনের, মননশীলতার, অন্তরের।
এখন ওরা একেবারেই কেনা গোলাম।
এদের হাটে বাজারে পাওয়া না গেলেও
মিছিলে,বক্তৃতার মঞ্চে,সাহিত্যে,শিল্পে,ধর্মে পাওয়া যায়।
মুখে তোতাপাখির কথিকা, গায়ে বিচিত্র রং বাহার।
সুতরাং হনলুলু, হাকোবা
অথবা দূরে অন্য কোথাও নয়,
ওরা আপনার দোরগোড়াতেই আসবে
এবং সেটা নিছক ওদের নিজেদেরই প্রয়োজনে,
কাজ গোছাবে বলে।

মৃদঙ্গম (পুজো সংখ্যা)

শরৎচন্দ্র

একান্ত তোমার কাছে এমন পরম করে শেখা,
যে জীবনে চালচিত্র সমারোহ নেই,
আপাত যা তিক্ত, খিন্ন, পোকাকাটা ঘুণ,
তারও অমল অন্বেষা ছিলো—
সে পাঁকেরও অন্তরঙ্গ ইচ্ছে থাকে পদ্ম ফোটাবার।
এর আগে সেই সব আবর্জনা ঘেঁটে তুলে
অন্য কেউ মণিময় করে নাই, নিয়ত উত্তাপে।

অথচ পৃথিবী জুড়ে অভিযোগ ছিলো
এবং এখনও আছে।
তুমি তা সরিয়ে, নিয়ে এলে
অবরুদ্ধ এঁদোজলে প্রতিবিম্ব স্বচ্ছল আকাশ।

তোমার পাথেয় তাই ভরে গেছে,
সমুজ্জ্বল যুগান্ত সঞ্চয়ে। প্রত্নশালা মহার্ঘ মিনারে নয়,
কিম্বা কোন পুঁথিগত পোষাকী বিলাপে।
ভালোবাসা আত্মীয়তা—
সকল অস্তিত্বে পাতা কলস্বন নাম।
মানুষ সমূহ সত্য, তার চেয়ে সত্যতর ভূমিকা তোমার।

চলন্তিকা

চলন্ত ট্রেনের দৃশ্যে—
সব কিছু ছুটে চলে পিছে,
মাঠ, গ্রাম, রুদ্ধশ্বাস পানার পুকুর
দিগন্তে দোলানো বাঁশ
ছাইতে কুণ্ডলী কাটা অন্ত্যজ কুকুর।

শুধু কি এরাই ছোটে?
তার চেয়ে অধীর অশান্ত আমি নিজে।
অহরহ চলিষ্ণু পিপাসা
অনুক্ষণ ধাবমান পশ্চাতের প্রেমে।
ক্রমশ পেছনে চলি—দিনান্ত দেহলি থেকে
যৌবনের তন্ময় পূর্ণিমা,
বাহুবন্ধে ফুলন্ত তনুকে নিয়ে বিনিদ্র আবেগ
এবং কৈশোর আসে। ক্রমে তা পেরিয়ে
সুস্নিগ্ধ শৈশব, মধুক্ষরা মায়ের মাধুরী।

সাম্নে যতই চলি, ততই পেছাই
বেলা বাড়ে, ব্যাকুলতা বাড়ে।
এই করে দিন গেলে ছিন্নস্বপ্ন ধূলিমুঠি হাতে
আদ্যন্ত যাত্রার ইতি,
অন্ধকার যবনিকা। মৃত্যু আনে বিদেহী বিস্মৃতি।

একক (পুজো সংখ্যা)

প্রাত্যহিক

যদিও মৃত্যুই সত্য—
জীবনের রুদ্র রূপকার ভেঙেচুরে মুছে দেয় সব।
ঢেকে দেয় বিধ্বংসর নিস্পৃহ ধূলোতে,
দৃষ্টির দীপালি থেকে অপসৃত
রোদেভরা সস্নেহ আকাশ।
তবু তারি সমাপ্ত সংলাপ থেকে
পুনরায় অংকুরিত দ্যুতিমান অন্যতর আয়ত ভূমিকা।
যবনিকা যদিও বিষাদ,
রাত্রি আনে প্রভাতের আর এক প্রকাশ।

নতুন বছর

বর্ষ শেষ। চৈত্রের তিরিশে—
কত যে নতুন ইচ্ছে ভীড় করে আসে
বৈশাখের প্রথম প্রাঙ্গণে,
কতবার বলি মনে মনে—
ভালো হবো, ত্যাগে শুদ্ধ, শিক্ষায় উজ্জ্বল।
বিনয়ে বিনীত নত,
গ্লানি আর মলিনতা যত
সব ধুয়ে মুছে
পৃথিবী নতুন করে সাজাবো তোমাকে।

ঈর্ষা নয়, দ্বন্দ্ব নয়, নয় কোন হিংসার ছুরিতে,
হানাহানি মানুষে মানুষে।
ভালোবাসা নিরংকুশ, নিবিড় প্রণয়
তুমি আমি নিশংক নির্ভয়।
আমরা আকাশ হবো। আকাশের মতো
আলোয় আলোয় ভরে অন্ধকার নীচতার অন্তপুর যত।

লুণ্ঠন, বন্ধন—
নিরুপায় মানুষের নিঃশব্দ ক্রন্দন,
সব ধুয়ে মুছে, ভেঙেচুরে সব কারাগার
নতুন বছরে এনে আশ্বাস আশার
আমরা মানুষ হবো, দেবতার মতো
ক্ষমা আর ক্ষমতার প্রাচুর্যে প্রণত।

অবন্তিকা (নববর্ষ সংখ্যা)

তোমারও ফেরার কথা

(জীবনানন্দ স্মরণে)

বাংলা রূপসী নেই আর
সেই নীড়, গভীর গভীর নেই।
শঙ্খচিল বকেরা ফেরার, শিমুলের ডাল থেকে।
হৃতস্বাদ ঘোলাটে জীবন,
সাগরের ফেনা যেন তিতা
নির্বাসিতা বনলতা সেন।
উজ্জ্বল আবেগ নেই—এতদিন কোথায় ছিলেন?

তবুও এখনও ঐ নিহত নাটোরে
ভোর হয় কুয়াশার ভীড়ে।
রাত্রি জুড়ে বাদুরের ডানা, ক্রমশ উড়াল দেয়।
কি এক তৃষ্ণায় যেন ভরে থাকে
প্রকৃতির প্রিয়তর বুক।
অনঙ্গ লাবণ্য ভেঙে অন্তর্লীন যতই প্রতিমা গড়ো,
ফুটে উঠে মুখ, একান্ত তোমার।
প্রত্যহ প্রতীক্ষা শুধু—তুমি এসো,
তোমারও ফেরার কথা ছিল পুনরায়।

ধানসিড়ি (গ্রীষ্ম সংকলন)

মনে পড়ে

রবিবার, কাজ নেই—
ছুটির দুপুর, শুয়ে শুয়ে দেখি.
দুধারে ফলন্ত মাঠ, ফসলের অকুণ্ঠ সবুজ
স্মৃতির সুখের মতো। নদীর সুদূর
সেও এক ছবি।
জীবন দুরূহ নয়,
সুখ আর সাম্রাজ্যের মেহগিনি ঘুম,
সব কিছু বণিক ছলনা।
আমিও নিজেই এক প্রেতায়িত শকুনের শব।
তারি মাঝে তবু এক সোনামুখ লজ্জাবতী মেয়ে
চলে আসে বুকের উঠোনে।
অব্যাহত অনেক সময়—
অনেক অনেক খুশী বিগলিত হৃদয়ের ভীড়ে,
কেন জানি বারবার—,
সেই মুখ. চোখ দুটো আবীরে অরুণ,
মনে পড়ে—
কৈশোরের কোন এক টলোমলো দীঘির ওপারে।

আমার কবিতা

আমার কবিতা যদি
তোমার রক্তের মতো স্বাদে হয় লোনা,
যদি হয় নম্র স্নিগ্ধ হরিণীর চোখ
নয়তো ক্রৌঞ্চীর শোকে উচ্ছ্বসিত শ্লোক।
সুলোচনা,
যদি তার বর্ণঘন ডানার ফানুসে
নবীন প্রেমিক জ্বালে আকাশ প্রদীপ,
মৃগনাভি মহুয়ার দ্বীপ
জড়ায় সর্বাংগে তার হিল্লোলিত সুরভি মদির
ছিন্নস্বপ্ন ইচ্ছেগুলো সে দেশের নিকুঞ্জ সবুজে
গড়ে তোলে নীড়।
সে কবিতা যদি কোনদিন
হেমন্ত সোনালী গন্ধ ফসলের মাঠে
সবুজ নিচোলখানা ভেজায় শিশিরে,
নিষ্ঠায় পাথর ভাঙে বৈশাখ দুপুরে,
স্বাদু স্বাদু নগ্ন নারীদেহ

তাই ছিঁড়ে লালসার আদিম নখরে।
সে কবিতা তোমার বিস্বাদ রক্তে
এঁকে দেয় সোনার আলপনা
সে শুধু কবিতা নয়,
সুলোচনা,
সে আমরে জীবনের জ্বলন্ত কামনা।

বেদুইন (পুজো সংখ্যা)

স্থিরচিত্র

কি হবে কবিতা লিখে ?
তার চেয়ে স্বাদু ঢের দিবারাত্র পরকীয়া নাচ।
মনুষ্য ও ভল্লুকের সম্মিলিত খেলা
মোড়ের মাদারী ঘিরে দর্শকের মেলা।

কোথায় মল্লিকা ফোটে, কোন উপবনে ?
তাই নিয়ে কারো কারো ঘুম নেই চোখে।
বস্তির অনূঢ়া মেয়ে গলির আঁধারে
মনে মনে মৌচাকের ছায়াছবি দেখে।

ওদিকে পথের বুকে, ট্রামের বলয়ে সূর্যছেঁড়া রোদ,
রেস্টুরেন্টে টুংটাং পেয়ালার সুর,
শহরে, গঞ্জের ভীড়ে
হয়তো বা চুপিচুপি আদিগন্ধ দেহাতী দুপুর।

বেকার কবিতা খোঁজা
হলের ফলক জুড়ে অহল্যা কাঁকর
মাঠের জঠরে ইঁদুরের বংশ পরম্পরা।

কবিতার যত পান্ডুলিপি
ছিঁড়েখুঁড়ে তালিমারা 'রোমিও' পোষাক।
যক্ষের বিরহ শোক, শর্তাচ্ছন্ন তামাদি দলিল।
গলির বাসবী ঘোষ নিমফুল খেয়ে
কাল থেকে শিখছে টাইপ।

কবিতা খুঁজি না তাই—
খুঁজে ফিরি মৃতদেহ গলিত জীবন।
তন্ত্রাচারে শবের আসনে জপসিদ্ধি বর্তমানে চাই।
যেহেতু জমানা বদলে যেতে
পৃথিবীর স্থিরচিত্র এই।

স্থানীয় সংবাদ

থাক্—

এই ক্ষেত, ডোবানালা, দূরে দূরে সহোদর গ্রাম,
মুগ্ধ, ঘন দৃশ্যাগুলো একান্তই এইখানে থাক্,
কোথাও বা পাশাপাশি দীর্ঘদেহ তাল
মায়ের স্নেহের মতো পাখা নাড়ে।
ধুলোর আবর্তে ওড়া মেঘ তার মৌসুমীর সংলাপ সরালে
মাঠময় আকস্মিক হরিয়াল, টিটিভ, ধনেশ।
করায়ত্ত এইসব সুখ,
এই নির্জনতা
ভেঙোনাকো তীক্ষ্ণধার শব্দদের কোলাহল দিয়ে।
আধুনিক চটুল ইজেলে লঘু কোন প্রতিপাদ্য নয়।
এর চেয়ে কখনও সময় হলে
কিছুক্ষণ এসো একা একা।
এসো আর চুপিচুপি এইসব স্থানীয় সংবাদে
ভরে নাও বুক।
বেলা যাক্ চুপিচুপি দিনও যাক চলে,
তারপর মৃদু পায়ে বিগলিত রাতেরা নামুক।

একক (পুজো সংখ্যা)

পথিক

কোন এক নিমগ্ন পথিক বুঝি
হেঁটে হেঁটে যায় অহরহ,
তোমার আমার আর সকলের বুকের সড়কে।
বুঝি ঘুমের মধ্যেও হাঁটে।
আকৈশোর সুখ দুঃখ, ওড়াওড়ি বিধৃত গুঞ্জন।
মুখোমুখি দুপুরের চটুল রোদ্দুরে
সারাক্ষণ ইচ্ছের সংলাপ আর নিভৃত প্রয়াস,
চোখের আয়তে আঁকা জীবনের সমুজ্জ্বল ছবি।
সে পথিক
একদিন সেইখানে শোনে উত্তরের হিম দীর্ঘশ্বাস।
শোনে আর সচকিত হয়।
বেলা গেলে নেমে আসে নিঃটোল রাত্রিরা।
তবু তার থামা নেই, তবুও সে হাঁটে
অবিশ্রাম, একা একা চুপিচুপি,
একটি বিরতি থেকে অন্য এক ভূমিকার দিকে।

ধানসিঁড়ি (বৈশাখ সংখ্যা)

জল দেওয়া—
মাটিকে মধুর করা কপালের বিন্দু বিন্দু ঘামে,
তুলে আনা জটিল আগাছা,
এ' দিয়ে সম্পূর্ণ নয় ফুটিবার সব ইতিহাস।
ফুলে কিছু কীট থাকে, থাকে কিছু কাঁটার আঘাত।
সুখ আর স্বপ্ন নিয়ে
পরিপূর্ণ হয় না প্রতিমা
যন্ত্রণাই আসল জীবন।
রামধনু তাও মুছে। তাও শুধু আলো আর ছায়া
রক্তেই লুকোনো আছে চিরায়ত মৃত্যুঞ্জয় রং।

শেষ ইতিহাস

একদিন স্মৃতি হয়ে যাবো,
তুমি আমি, এই ঘর ঘরজোড়া যত য়্যালবাম।
সুন্দর সংসার শয্যা, প্রভাতী স্তবক,
কিছুই থাকে না বুঝি।
মন্দির, মিনার, চৈত্য, বন্দীশালা,
আকাশে বাড়ানো হাত অহংকারও অপসৃত ক্রমে,
নীলকণ্ঠ জীবনের যত বৈতালিক।
শুধু কিছু ভাঙুরে মাটি, এলোমেলো গাঢ় রং ঘাস,
দিনরাত রোদে হিমে ধরে রাখে
আকাশের লীলাবতী ছবি।
হয়তো এরাই বুঝি পৃথিবীর শেষ ইতিহাস।
মাটি, ঘাস;
উদাস আকাশ।

চাবি

অনেক খুঁজলাম,
পুরোনো ট্রাংক, আলমারি, লুকোনো লকার,
কিন্তু পেলাম না। কোথায় যেন হারিয়ে গেল চাবিটা।
অথচ ঐ চাবিটা ছোটবেলায় হাতে পেলেই
সুরসপ্তক বাজতো রক্তে, নামতো সুখের প্রপাত।
দূর সমুদ্র থেকে কেউ যেন ডাকতো হাতছানি দিয়ে।
একগুচ্ছ উষ্ণ ইচ্ছের নৌকোও ভিড়তো মোহনায়।
ঐ চাবি দিয়েই হুটহাট ভেঙেছি
অন্য এক গোপন দেশের অবাক দেহলি। কত যে ঘুরেছি
তার চুরমার ভিটেয়, পাখায় পরাগলোটা প্রজাপতি
এবং মেঠো ঘোড়াদের পেছনে,
গেছি 'রুপোকাঠি, সোনাকাঠি' রাজকন্যার পালংকে।
'স-দোসর—ঘুম নেই' বিছানায় দেখেছি
বাইরে রাতের তিরতিরে তুঁতগাছের পাতায়
বিন্দু বিন্দু চাঁদ আর হিম ঘনীভূত হচ্ছে।
সেই প্রথম বুঝেছি জেগে কত সুখ।
অথচ এই চাবিটারই খোঁজ পাচ্ছি না আর।
এখন এই সন্ধ্যায় যখন সব আলো ফুরিয়ে আসছে,
নামছে শেষ পথের যবনিকা,
যদি চাবিটাকে আর একবার ফিরে পেতাম খুঁজে।
আগের সব অলৌকিক ঠিকানায় আর একবার যেতাম
সেই ছমছমে বন, উদোম মাঠ ও অবনত দিগন্তের খুশিয়ালিতে,
হাত বাড়িয়ে ছুঁতাম আকাশ, আকাশের ছায়াপথ, ছায়াপথের
তারাদের।
কিন্তু চাবিটাকে আর পাওয়া যাবে না।
কেউই পায় না খুঁজে।
যেহেতু চাবিটা আর কিছু নয়—বয়স,
যা স্রোতের মতই যায়, ফেরে না, যায় না ফেরানো।

চোর

সঞ্চয়ের প্রত্নশালা থেকে
কত কিছু চুরি হয়ে যায়।
পোড়ামাটি, বাঁকুড়ার ঘোড়া, মহেঞ্জদাড়োর ষাঁড়,
বোধিসত্ত্ব।
দ্রাবিড়ী বধূর কোন ভাঙাচোরা বহুধা কংকন।
কত শিল্প এইভাবে যায়,
একেবারে যায়।
কত ছবি উইতেও কাটে।
কিন্তু কোন প্রিয়তম বুকজোড়া মুখ,
অবিচ্ছেদ্য স্পর্শের সৌরভ;
চুরি যায় তবু তারা চিরস্থায়ী থাকে।
মৃত্যু এসে একদিন যবনিকা টানে
যদিও বা ধুলোর ইন্ধনে চিহ্নহীন মুছে দেয় সব,
মুখ নেই তবু তার মাধুরী অক্ষয়,
স্মৃতি থাকে, প্রেম থাকে, ভালোবাসা থাকে
সেই সব কেড়ে নিতে, লুটে নিতে, চুরি করে নিতে,
মৃত্যুর প্রত্যহ চেষ্টা মিথ্যে হয়।
মৃত্যু তাই সবচেয়ে পরাজিত,
সবচেয়ে ব্যর্থকাম চোর।

আলেখ্য (পুজো সংখ্যা)

এখন আশ্বিন

এখন আশ্বিন শুরু—
অজস্র মেঘের ছায়া শস্যক্ষেত্রে আকাশে ও মেঘে
নত কারো লাবণ্যের মতো পথের দু'দিকে
লতাগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।
গাছের পাতায় অজস্র বৃষ্টির মুক্তো,
কাশদের বনে শতনরী গাথা,
মাঠ জুড়ে অফুরন্ত নিষ্পাপ ফসল
এরই সাথে হয়তো বা এর চেয়ে দামী,
মনে মনে আমরাও বুনি,
পুরোণো দুঃখের তাতে পুনরায় নিজেদের
সবুজ জীবনী।

যায়

আমি ফিরে যাবো,
হাট ভেঙে যেমন হাটুরে যায়,
মাঠ থেকে, গাছ থেকে, সোনার কলস পরা
মন্দিরের চূড়ো থেকে যেমন শিশির যায়
সকাল এগুলে,
বেলা গেলে রোদ,
অহরহ এইভাবে ঝরে, মুছে, ক্ষয়ে যেতে হয়।
শাখা থেকে ফুল আর
ফুল থেকে সমস্ত সৌরভ,
স্মৃতি থেকে স্বচ্ছল শস্যেরা, সঞ্চয়ের স্বপ্ন থেকে
কান্না যায়, টলোমলো ছিন্ন দীর্ঘশ্বাস।
যায়—
যাওয়াই জীবন।
যেতে হয় সব।

কত রূপে

কত রূপে সম্মুখে তোমার—
জননী জীবনদাত্রী,
মাঠে, ঘাটে, সীমান্ত অরণ্যদেশে—দূর লোকালয়ে
উদার বিস্তৃত।
কখনও ভীষণা তুমি, বিচ্ছিন্ন, ধূসর,
স্নেহে ও শ্যামলে সীমন্তিনী, সুখী,
এক হাতে গীতা আর অন্য হাতে অসি।

মা তোমাকে চিনি নি আমরা,
খড়ের বাছুর হয়ে বিমাতার শুনোস্তন টানি।
বাৎসল্য বুঝি না। পথে ঘাটে বিদেশী চটক,
ধারকরা রঙ্গীন কথিকা।
দুই হাতে কাদা মাখি, হিংসায়, ঈর্ষায়
মানুষেরা বিকৃত শ্বাপদ।

আবার শেখাতে হবে—ঘৃণায় আশ্রয় নেই,
রক্তে নয়, ফুল ফুটে বুকের উত্তাপে
করবী কিংশুক যত নিটোল গোলাপ,
লাল ছোঁয়া আলোর সকালে।
মুখোসের, খোলসের আবর্জনা খুলে ফেলে দূরে
তোমার উঠোনে মাগো—
পথভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট, এইবার ফিরুক সকলে।

স্বস্তিকা (পুজো সংখ্যা)

শেষ সংলাপ

এখন আমি আকাশ দেখবো, ঘ্রাণ নেবো বাতাসের।
দেখবো ঐ মৃগশিরা আর কালপুরুষ,
ইতিমধ্যে অশ্বত্থ ও তার নীচের উঠোনের সারা বস্তিটাই
কেমন একেবারে কাদা হয়ে গেছে ঘুমিয়ে।
সারাদিন'তো ছুটোছুটি।
ট্রাম, বাস, লেজার ও অফিসের ব্যালান্সশীট। তারপরেও
হাসপাতালের লাইন। ছেলেটাকে অংক কষাতে বসলেই
দুম করে লোডশেডিং।
আদ্যন্তই শ্রান্ত, ভারাক্রান্ত অথচ উর্দ্ধশ্বাস সময়।
কিন্তু এখন যখন চারিদিকে বুঝি মত্যুর প্রহর,
কোতোয়ালীর পেটাঘড়িতে হয়তো তারই সংবাদ বাজছে।
এবং গাঁয়ের মাঠে হিম নামার মতো শহরের পথেও
ধুলো নেমেছে থিতিয়ে।
তখন আমি শস্যশীল ও স্বচ্ছল কোন মানুষের মতো
আকাশ দেখবো আর তার বিস্তীর্ণ নির্জন অন্ধকার।
তখন আমার লবনাক্ত বুকের মধ্যেই
যে আর একজন মানুষ রয়েছে,
তারি সংগে কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়েই
মনে মনে কথা বলবো।
ইচ্ছেমতো, যতক্ষণ খুশী আমার।

আলেখ্য (পুজো সংখ্যা)

পলাতক

মাঝে মাঝে ইতস্তত অন্তরীণ রক্তের ভেতরে
কেউ যেন ডেকে ডেকে যায়।
বাতাসের শব্দ কিম্বা পাতাঝরা
অথবা শিশিরে ভেজা ঘাসদের অব্যয় সবুজে,
নাম ধরে ডেকে ডেকে যায়।
অনুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটে, ছায়ার শরীর।
কিন্তু তাকে যতবার খুঁজি
আমার কাজের মধ্যে, চুপিসারে, শব্দময় ঘনিষ্ঠ বলয়ে
কোন ভীড়ে কোথা মিশে থাকে।
তবুও বুকের মধ্যে, মধ্যবর্তী বুকে
নাম ধরে ডেকে যায়
ঘুমের গভীরে।
আশ্চর্য বর্ণিল সুখ, ভালোবাসা দু'এক বুদ্বুদ,
সেখানেও ডাকে,
অথচ কোথায় যেন পলাতক কোন ভীড়ে
নিজে মিশে থাকে।

আলেখ্য (পুজো সংখ্যা)

এখনও কবিতা

এখনও কবিতা,
কোথা কোথা হয়তো বা কিছু লেখা হয়।
যদিও বা আজকাল সর্বত্রই ইট, বালি, পাথরের গ্রাস
বাতাস বিস্বাদ ডিজেলের পোড়া গন্ধে,
পথে পথে ইজেমের রঙ্গীন রুমাল ওড়ে। ছয়লাপ
মিছিলে মিছিলে। তবুও কখনও
ঘাসদের শবদেহে সবুজ সংকেত,
বাদামের ঠোঙা হাতে কারো কারো কিছুটা সময়
কেটে যায় বিভাবতী বিকেলের হলুদ আঁচলে।
আজকাল অনেকেরই কাজ নেই। পকেট নিয়ত ফুটো
ছাতা নেই মাথার উপরে। তবুও অবাক,
কোথা যেন কবিতার
কিছু কিছু শব্দ বোনা হয়।